হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা

Preliminary Discussion on Accounting

১

ভূমিকা

Introduction

হিসাববিজ্ঞান একটি প্রায়োগিক বিষয়। এর ক্রমোন্নতির ইতিহাস মানব সভ্যতার বিবর্তনের মতোই অতি প্রাচীন। হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ভাষা বলা হয়। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানকে একটি হাতিয়ার স্বরূপ গণ্য করা হয়। মালিক পক্ষ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মূলধন বিনিয়োগ করেন, মুনাফা অর্জনের জন্য। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করেছে, নাকি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তা জানা অপরিহার্য। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেনসমূহের সঠিক হিসাব রাখা, বছর শেষে আর্থিক অবস্থা, সম্পত্তি ও মূলধনের পরিমাণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা প্রয়োজন হয়। হিসাববিজ্ঞানের সাহায্যে এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবেশন করা যায়। ব্যবস্থাপক কর্তৃক এ সমস্ত তথ্য সঠিক বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের ওপর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে। তাই হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপাদান হিসেবেও স্বীকৃত। মুনাফাভোগী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, এনজিও এবং অন্যান্য অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানে তথা ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন লিখে রাখা, আর্থিক অবস্থা, লাভ-ক্ষতি ও দেনা-পাওনা সম্পর্কে ধারণা দেওয়াই হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কম্পিউটার আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে হিসাববিজ্ঞানের কলাকৌশল ও প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে হিসাববিজ্ঞানের নানাবিধ Software চালু হয়েছে, যা হিসাববিজ্ঞানের কাজকে আরও গতিশীল করেছে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ তথ্য ব্যবহারকারী এবং বাহিরের তথ্য ব্যবহারকারীগণ প্রতিষ্ঠানের তারল্যতা, স্বচ্ছলতা ও মুনাফা অর্জন ক্ষমতা যাচাই করার জন্যে কম্পিউটারাইজড হিসাববিজ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ : হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচনা
পাঠ-১.২ : হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলি
পাঠ-১.৩ : হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
পাঠ-১.৪ : হিসাববিজ্ঞান তথ্য
পাঠ-১.৫ : হিসাববিজ্ঞানের সর্বজনস্বীকৃত নীতিমালা, ধারণা ও প্রথা
পাঠ-১.৬ : মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা
পাঠ-১.৭ : হিসাববিজ্ঞানের শাখা ও সীমাবদ্ধতা।

পাঠ-১.১ হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচনা
Preliminary Discussion on Accounting

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞার ব্যাখ্যা লিখতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের পরিধি বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা
Definition of accounting

হিসাববিজ্ঞান শব্দটি 'হিসাব' ও 'বিজ্ঞান' শব্দ দুটির সম্মিলিত রূপ। আভিধানিক অর্থে হিসাব বলতে গণনা বুঝায়। পারিভাষিক অর্থে হিসাব বলতে অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, দায় ও আয়ব্যয় সংক্রান্ত লেনদেনের বিবরণকে বুঝায়। অন্যদিকে বিজ্ঞান বলতে কোনো বিষয়ে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞানকে বুঝায়। হিসাববিজ্ঞানকে অনেকে হিসাবশাস্ত্র বলেও আখ্যায়িত করে থাকেন। বস্তুত ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধকরণ এবং তার ফলাফল নির্ধারণ সম্পর্কিত কর্মধারা একটি গ্রহণযোগ্য নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করার কলাকৌশলকে হিসাববিজ্ঞান বলে। সহজ ভাষায় বলা যায়, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনগুলো সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ, আর্থিক ফলাফল ও অবস্থা নির্ণয় এবং বিশ্লেষণ করার সুসংবদ্ধ জ্ঞানকে হিসাববিজ্ঞান বলে। এবার আসুন খ্যাতনামা হিসাববিদ ও সংস্থা হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা কীভাবে দিয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করি।

A. W. Johnson এর মতে, "Accountancy may be defined as the collection, compilation and systematic recording of business transactions of money, the preparation of financial reports, the analysis and interpretation of these reports and the use of these reports for the information and guidance of management." অর্থাৎ "ব্যবস্থাপনার জ্ঞাতার্থে এবং নির্দেশনার নিমিত্তে ব্যবসায়ের আর্থিক লেনদেনসমূহ সংগ্রহ, সংকলন এবং ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যাকরণ সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডকে হিসাববিজ্ঞান বলা হয়"।

আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাকাউন্টস হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কে মতামত দেয় যে- "Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof." অর্থাৎ "অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য ব্যবসায়িক লেনদেনসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সুসংবদ্ধ লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও বিশ্লেষণ এবং বিশদ ব্যাখ্যাকরণকে হিসাববিজ্ঞান বলে। এ সকল প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্যবসার পরিচালকগণকে ভবিষ্যত ব্যবসায় পরিচালনা বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে থাকে।"

Prof. H. Chakrabarty বলেন, "Accounting is the science of measurement of wealth both in the static and dynamic senses and deals with recoding, classifying and summarizing financial transactions and interpretation of financial position on the basis of some accepted theories, principles, doctrines and rules according to deductive method as conditioned by programmatic and some sociological approaches within the limitations of certain convention, postulates and doctrines" অর্থাৎ "হিসাববিজ্ঞান হলো স্থির ও গতিময় রীতিতে সম্পদ পরিমাপের একটি বিজ্ঞান, যা অবরোহ পদ্ধতির প্রায়োগিক ও সামাজিক নিয়মে গৃহীত তথ্য, নীতি, মতবাদ ও নিয়মাবলির আওতায় আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ, সংক্ষিপ্তকরণ ও আর্থিক অবস্থার সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে।"

অতএব, হিসাববিজ্ঞান হলো এমন একটি কলাকৌশল বিশিষ্ট সামাজিক বিজ্ঞান, যার সাহায্যে স্বীকৃত রীতিনীতি অনুসারে ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনসমূহকে প্রকৃতি ও তারিখ অনুসারে সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ ও সংক্ষেপণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আয়ব্যয়, লাভ-ক্ষতি, সম্পত্তি-দায় ইত্যাদির বিবরণ প্রস্তুত ও ব্যাখ্যা করা যায় এবং ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য আগ্রহী পক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সহায়তা করে থাকে।

সংজ্ঞার ব্যাখ্যা

Explanation of definition

হিসাববিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন Donald E. Kieso and Kimmel, তাঁদের মতে "Accounting is an information system that identifies, records and communicates the economic events of an organization to interested users". অর্থাৎ "হিসাববিজ্ঞান হলো একটি তথ্য প্রবাহের পদ্ধতি, যা একটি প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করে, লিপিবদ্ধকরণপূর্বক ফলাফল তৈরি করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদেরকে উক্ত ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করে।

সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা উল্লেখযোগ্য তিনটি বিষয় দেখতে পাই, যথা -

১. **চিহ্নিতকরণ :** একটি প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন অসংখ্য ঘটনা ঘটে থাকে। হিসাববিজ্ঞান কেবলমাত্র অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য অর্থাৎ আর্থিক ঘটনাগুলোকে চিহ্নিতকরণ করে। যেমন : কোনো ফার্ম কর্তৃক বাজারে পণ্য বিক্রয় করা হলো ৫,০০০ টাকার, এটি একটি আর্থিক ঘটনা। আবার উক্ত ফার্মের একজন কর্মচারী হঠাৎ মারা গেল তা একটি অনার্থিক ঘটনা। আর্থিক ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করাই হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক কাজ।

২. **লিপিবদ্ধকরণ :** হিসাববিজ্ঞান অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করার পর সেগুলোকে হিসাব খাতায় লিপিবদ্ধ করে, সমজাতীয় ঘটনাগুলোকে খতিয়ান হিসাবে শ্রেণিবিন্যস্ত করে এবং রেওয়ামিলের অধীনে সংক্ষিপ্তকরণপূর্বক তালিকাভুক্ত করে থাকে।

৩. **অবহিতকরণ বা জ্ঞাপন :** হিসাববিজ্ঞানের চিহ্নিতকরণ এবং লিপিবদ্ধকরণ কাজ অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি লিপিবদ্ধ লেনদেনসমূহের ভিত্তিতে চূড়ান্ত আর্থিক ফলাফল তৈরি এবং উক্ত প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট জ্ঞাপন করা না হয়। তাই হিসাববিজ্ঞান তৈরিকৃত প্রতিবেদনগুলো সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট যথাযথভাবে জ্ঞাপন করে থাকে। এখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বলতে ব্যবস্থাপনা, পাওনাদার, দেনাদার, বিনিয়োগকারী, সরবরাহকারী এবং ঋণদানকারী ইত্যাদিকে বুঝায়।

হিসাববিজ্ঞানের পরিধি

Scope of accounting

হিসাববিজ্ঞানের আওতা বা পরিধি শুধুমাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সকল শ্রেণির প্রতিষ্ঠান, এমনকি ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। যেখানেই আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয় সেখানেই হিসাববিজ্ঞান প্রয়োজন। অতএব হিসাববিজ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক, যা ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সমাজ জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে পরিব্যাপ্ত। হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্ষেত্র বা পরিধি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে :** প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন কাজ ও লেনদেন থেকে অর্থ উপার্জন করে এবং পারিবারিক কল্যাণে ব্যয় করে। এই আয়ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

২. **ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে :** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। মুনাফা অর্জিত হয়েছে কিনা এবং আর্থিক অবস্থা জানার জন্য হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। তাছাড়া ব্যবসায়ের কার্যক্রম মূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও হিসাববিজ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন।

৩. **অব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে :** স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, ক্লাব, সমিতি, হাসাপাতাল, পাবলিক লাইব্রেরি, এনজিও, সমবায় সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হয়। ফলে এ সব প্রতিষ্ঠানেও হিসাববিজ্ঞান দরকার।

৪. **সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য :** সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয়, অফিস আদালত, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, কর্পোরেশন, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ইত্যাদির সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

৫. **পেশাজীবীদের জন্য :** চার্টার্ড একাউনটেন্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কর উপদেষ্টা, কনসালটেন্ট, এ্যাডভোকেট প্রভৃতি পেশার ব্যক্তিরা আয়ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ ও কর নির্ধারণের জন্য হিসাববিজ্ঞান প্রয়োগ করে।

সারসংক্ষেপঃ

হিসাববিজ্ঞান হলো একটি তথ্য প্রবাহের পদ্ধতি, যা একটি প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ঘটনাগুলোকে চিহ্নিত করে, ঘটনাগুলোকে লিপিবদ্ধকরণপূর্বক ফলাফল তৈরি করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীদের নিকট উক্ত ফলাফল সরবরাহ করে। হিসাববিজ্ঞানের আওতা একজন মানুষের ব্যক্তি জীবন, কর্ম জীবন, পারিবারিক জীবন ও ব্যবসায়িক জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত।

পাঠ-১.২ হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলি
Necessities and Functions of Accounting

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা
Necessities of accounting

কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ফলাফল নিরূপণ, গতি প্রকৃতি নির্ধারণ, আর্থিক অবস্থা নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের সাহায্য অতি অপরিহার্য। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১। **স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ :** প্রতিদিন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অনেক লেনদেন সংঘটিত হয়, যার বিবরণ অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখা সম্ভব নয়। এ সব লেনদেন হিসাবের বইতে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করার কলাকৌশল হিসাববিজ্ঞান শিক্ষা দেয়।

২। **প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় :** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। এ উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর তা জানা প্রয়োজন। হিসাববিজ্ঞান আর্থিক লেনদেনের সুষ্ঠু হিসাব রেখে এবং হিসাব কাজ শেষে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে ব্যবসায়ের ফলাফল নির্ণয় করে থাকে।

৩। **আর্থিক অবস্থা নিরূপণ :** হিসাববিজ্ঞান কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্বর্তপত্র প্রস্তুত করে আর্থিক অবস্থা তথা মূলধন, দেনা-পাওনা, চলতি সম্পদ, স্থায়ী সম্পদ, হাতে নগদ, ব্যাংক জমা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে।

৪। **ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার তুলনা :** প্রতিষ্ঠানের সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জন্য এবং অন্যান্য প্রতিযোগী সংগঠনের ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়, যা হিসাববিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়।

৫। **ভুল-জালিয়াতির উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধ :** সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করলে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত হিসাবের ভুল-জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধ সম্ভব। তাছাড়া নিরীক্ষাশাস্ত্র ভুল ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধে সাহায্য করে।

৬। **কর নির্ধারণ :** সঠিক পদ্ধতিতে ও সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান আয়কর, বিক্রয় কর, ভ্যাট ইত্যাদি নির্ধারণে সাহায্য করে।

৭। **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ :** বিচ্যুতি বিশ্লেষণ, মান ব্যয়, বাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞান ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে হিসাববিজ্ঞান সহায়তা করে থাকে।

৮। **ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিচালনা :** ব্যবস্থাপনাকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। হিসাববিজ্ঞান বিভিন্ন প্রতিবেদন ও বিবরণীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ জন্য হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবস্থাপনার সহায়ক বলা হয়।

৯। **প্রামাণ্য দলিল :** সঠিকভাবে সংরক্ষিত দলিল প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবোঝি এড়ানো যায় এবং বিরোধ নিষ্পত্তিতে আদালতে প্রমাণপত্র হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

১০। **মূল্য নির্ধারণ :** সাধারণত পণ্য বা সেবার ব্যয়ের সাথে মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সঠিক হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে পণ্য বা সেবার প্রকৃত ব্যয় ও মুনাফার হার নির্ণয় করে মূল্য নির্ধারণে হিসাববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১১। **ঋণ গ্রহণ :** ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অনেক সময় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করে ঋণ যোগ্যতা যাচাই করে। হিসাববিজ্ঞান যথার্থ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে ঋণ প্রাপ্তিতে সাহায্য করে।

১২। **সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে তথ্য পরিবেশন :** সর্বোপরি হিসাববিজ্ঞান বিভিন্ন আর্থিক বিবরণী, প্রতিবেদন ও বিবৃতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভেতর ও বাহিরের পক্ষসমূহকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলি

Functions of accounting

কেবলমাত্র আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, কার্যক্রম নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণের মধ্যেই হিসাববিজ্ঞানের কাজ সীমিত নয়। বিবরণী ও অন্যান্য প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে তথ্য প্রস্তুতকরণ এবং উক্ত তথ্য মালিক, ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে পরিবেশন করাও হিসাববিজ্ঞানের কাজের আওতা। হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

১. তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলি

Supervisory functions

তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলি বলতে যথাযথভাবে হিসাব রাখার মাধ্যমে ব্যবসায়ে ব্যবহৃত মালিকের মূলধন সংরক্ষণ ও লাভজনক ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করা বোঝায়। সুনির্দিষ্ট তত্ত্বাবধানমূলক কার্যাবলি নিম্নরূপ:

ক. সংঘটিত ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও অর্থনৈতিক ঘটনা চিহ্নিতকরণ;
খ. আর্থিক ঘটনা টাকায় পরিমাপ ও লিপিবদ্ধকরণ;
গ. লেনদেনের শ্রেণিবিন্যাস ও স্থায়ী হিসাবভুক্তকরণ;
ঘ. হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্ণয় ও সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
ঙ. হিসাবের সমন্বয় লিপিবদ্ধকরণ;
চ. আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং
ছ. ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকরণ।

২. ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি

Managerial functions

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি বলতে আর্থিক ও পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহকরণ, লিপিবদ্ধকরণ, বিশ্লেষণকরণ এবং বিবরণী ও প্রতিবেদনের আকারে মালিক, ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষমূহকে পরিবেশন করাকে বোঝায়। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপকদের পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যাবলির আওতাভুক্ত। নিচে হিসাববিজ্ঞানের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যাবলি বর্ণনা করা হলো :

ক. **তথ্য সংগ্রহ :** তথ্য বলতে প্রতিষ্ঠানের আয়ব্যয়, লাভ-লোকসান, মূলধন, দায়-সম্পদ, অতীত ও বর্তমান আর্থিক অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা সংক্রান্ত যাবতীয় উপাত্তকে বোঝায় যা ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। হিসাববিজ্ঞানে তথ্য দুরকমের হতে পারে যথা (i) নিয়মিত তথ্য ও (ii) বিশেষ তথ্য। হিসাববিজ্ঞানের নিয়মানুয়ায়ী সংরক্ষিত হিসাব ও আর্থিক বিবরণী থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে নিয়মিত তথ্য বলে। হিসাববিজ্ঞানের কার্য প্রক্রিয়া থেকে এ সমস্ত তথ্য নিয়মিত সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে অতিরিক্ত তথ্য প্রয়োজন হয় যা মূলত হিসাব থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় তাকে বিশেষ তথ্য বলে। যেমন-নতুন পণ্য উৎপাদন, নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি। তথ্য সংগ্রহ বলতে সংশ্লিষ্ট হিসাব ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করাকে বোঝায়। উপাত্ত দুরকমের হতে পারে যথা-প্রাথমিক উপাত্ত ও মাধ্যমিক উপাত্ত। হিসাববিজ্ঞানের তথ্য দুপ্রকার উৎস থেকে সংগৃহীত

হতে পারে যথা-(১) অন্তঃস্থ অর্থাৎ হিসাবের বই, আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন এবং (২) বহিঃস্থ অর্থাৎ শেয়ার বাজার, বাণিজ্য সভা, কোম্পানি নিবন্ধকের কার্যালয়ে রক্ষিত হিসাবপত্র, গবেষণা পত্রিকা, অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যান সংস্থাসমূহের বিবরণী ও প্রতিবেদন।

খ) **তথ্য প্রস্তুতকরণ :** উপাত্ত সংগ্রহ করে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। ভুলত্রুটিপূর্ণ এবং অপ্রাসঙ্গিক উপাত্ত বাদ দিতে হবে। বাকি উপাত্তগুলো সময়, পরিমাণ ও ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস ও বিশ্লেষণ করতে হবে। এরপর প্রাসঙ্গিক, সময়োপযোগী, বিশ্বাসযোগ্য, বস্তুনিষ্ঠ ও বোধগম্য উপাত্তসমূহ নিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। এ সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত তথ্যে পরিণত হয়।

গ) **তথ্য পরিবেশন :** সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে সাধারণত দুভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয়; যথা :

১) **নিয়মিত তথ্য পরিবেশন :** বিভিন্ন প্রতিবেদন ও চিত্রের মাধ্যমে তথ্য পরিবেশন করা হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবেদন যথা: আয় বিবরণী, উদ্বর্তপত্র, নগদ প্রবাহ বিবরণী, কার্যকরী মূলধন প্রতিবেদন, অনুপাত বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। এছাড়াও তথ্য চিত্র, রেখা চিত্র, বার চিত্র, পাই চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমেও তথ্য পরিবেশন করা হয় ।

চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পরিবেশন : তথ্য ব্যবহারকারীর প্রয়োজন ও নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য পরিবেশন করা হিসাববিজ্ঞানের ব্যবস্থাপনীয় কাজ।

সারসংক্ষেপ:

প্রতিষ্ঠানের সংঘটিত লেনদেন হিসাবভুক্তকরণ, ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় এবং মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে সরবরাহ করাই হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ফলাফল নিরূপণ, গতি প্রকৃতি নির্ধারণ, আর্থিক অবস্থা নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হিসাববিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য। হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানমূলক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

পাঠ-১.৩ হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
Brief History of the Gradual Development of Accounting

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞান ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
Brief history of the gradual development of accounting

হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতই প্রাচীন। এর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় চার হাজার বছর পূর্বেও হিসাব সংরক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ব্যাবিলন, রোম, মিশর, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি সভ্যতায় হিসাব পদ্ধতির প্রচলন ছিল। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজনের তাগিদে হিসাবিজ্ঞান প্রক্রিয়াও ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে। সূচনা হতে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে কীভাবে হিসাববিজ্ঞান বর্তমান পর্যায়ে এসেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণকে নিম্নোক্ত চারভাগে ভাগ করা হলো :

১। উন্নয়ন কাল (Development period upto 1494)
২। প্রাক বিশ্লেষণ কাল (Pre-explanatory period 1495-1800)
৩। বিশ্লেষণ কাল (Explanatory period 1800-1950)
৪। আধুনিক কাল (Modern period 1950 onward)

১। **উন্নয়নকাল :** সভ্যতার শুরু থেকে ১৪৯৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত এ কাল বিস্তৃত। প্রস্তর যুগ, প্রাচীন যুগ, বিনিময় যুগ ও মুদ্রা যুগ এই কালের অন্তর্ভুক্ত। এসব যুগে হিসাব ব্যবস্থা মানব সমাজে প্রচলিত থাকলেও তা ছিল অসম্পূর্ণ ও অপরিপক্ক। বিভিন্ন যুগের হিসাববিজ্ঞানের বিবর্তনের ইতিহাস নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক) **প্রস্তর যুগ :** এ যুগে মানুষ বনে, জঙ্গলে, পর্বতের গুহায় বাস করতো। গাছের ফলমূল সংগ্রহ ও বন্য পশু শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা কত ফলমূল সংগ্রহ ও পশু শিকার করত তা প্রয়োজন মতো গাছের গায়ে, পর্বতের গুহায় অথবা পাথরে চিহ্ন দিয়ে হিসাব রাখত।

খ) **প্রাচীন যুগ :** এ যুগে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে। মানুষ এ যুগে দেয়ালে দাগ কেটে, রশিতে গিঁট বেধে হিসাব রাখত।

গ) **বিনিময় যুগ :** মানুষের প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে এ যুগে দ্রব্য বিনিময় শুরু হয়। এ সময়ে মানুষ মাটির ঘরের দেয়ালে ও দরজায় কপাটের অভ্যন্তর ভাগে রং দিয়ে দাগ কেটে হিসাব রাখত। আমাদের দেশে এখনো গ্রাম এলাকায় গোয়ালে বাঁশের কাঠিতে দাগ কেটে দুধের হিসাব রাখে।

ঘ) **মুদ্রা যুগ :** সময়ের বিবর্তনে মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়। এ যুগে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। মানুষ মুদ্রার আদানপ্রদান ও অর্থনৈতিক লেনদেন পশুর চামড়া, গাছের পাতা, ছাল ইত্যাদিতে লিখে রাখতে শুরু করে।

২। **প্রাক-বিশ্লেষণ কাল (১৪৯৪-১৮০০) :** এ সময়ে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সেই সাথে হিসাব ব্যবস্থায়ও এক বৈপ্লবিক মাত্রা সংযোজিত হয়। ইতালির Fra Luca Bartolomeo de Pacioli নামক একজন পাদ্রি ১৪৯৪ সালে Summa de Arithmetica, Geometria, Proportione et Proportionalite নামক একটি বইয়ের De Computies et Scripturis অংশে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লেনদেনের ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয় করে হিসাবে লিপিবদ্ধ করার প্রণালি উল্লেখ করেন। ঐ বইটির ওপর ভিত্তি করে ইতালিকে হিসাববিজ্ঞানের জন্মস্থান এবং লুকা প্যাসিওলিকে হিসাববিজ্ঞানের জনক বলা হয়। পরবর্তীতে এ হিসাব পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর এ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক হিসাববিজ্ঞান প্রবর্তিত হয়েছে।

৩। **বিশ্লেষণ কাল (১৮০০-১৯৫০) :** এ সময়ে শিল্প বিপ্লব, যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের উৎপত্তি, ব্যবসায় ও মালিকানার পৃথক স্বত্তার স্বীকৃতি, ব্যবহৃত পুঁজি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা, কোম্পানি আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও শেয়ার মালিকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা, বহুমুখী ও ব্যাপক উৎপাদন, শ্রমিক মালিক সম্পর্কের জটিলতা, বিপুল প্রতিযোগিতা, সরকারি নিয়ন্ত্রণ, অধিক মুনাফা অর্জনের আকাঙ্খা ইত্যাদি হিসাববিজ্ঞানের উন্নয়ন ও বিশ্লেষণ কার্যে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন রীতি ও নীতির উন্নয়ন ঘটে এবং বিভিন্ন দেশে পেশাদার হিসাববিজ্ঞানীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় নিরীক্ষা শাস্ত্র, কর হিসাববিজ্ঞান, উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান, সরকারি হিসাববিজ্ঞান ও সামাজিক হিসাববিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে।

৪। **আধুনিক কাল (১৯৫০-পরবর্তী) :** বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানব সভ্যতা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ও দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে হিসাববিজ্ঞানের আওতা ও কার্যাবলি সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায় সামাজিক ও আইনগত পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে জন্ম নিয়েছে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান, বাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞান, মুদ্রাস্ফীতি হিসাববিজ্ঞান, মানব সম্পদ হিসাববিজ্ঞান, পরিবেশ হিসাববিজ্ঞান ইত্যাদি। তাছাড়া ১৯৭৩ সালে গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক হিসাব মান কমিটি, যার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের পেশাদার হিসাববিদগণ পরিবেশের হিসাব মান ব্যবহার কল্পে ও হিসাব কার্যের মানোন্নয়নে নিয়োজিত আছেন।

হিসাববিজ্ঞানে ক্রমবিকাশের ধাপ

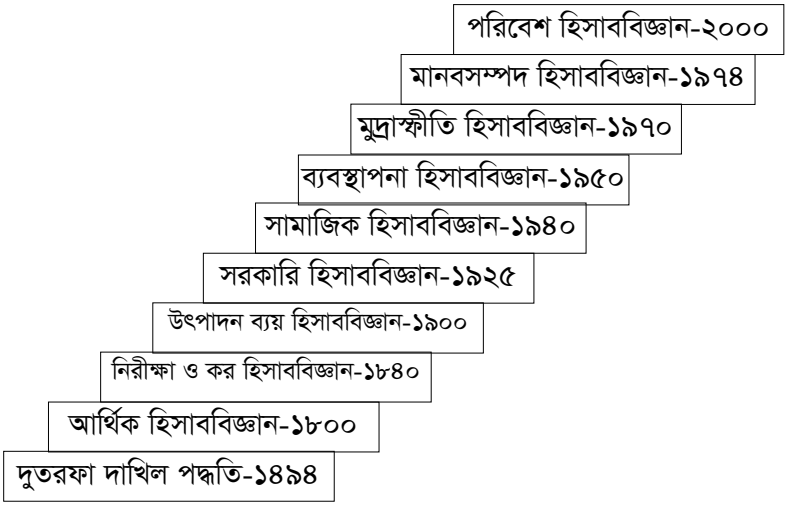

হিসাববিজ্ঞান বর্তমান যুগে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এ কথা বলা যায় না। ব্যবসায় বাণিজ্যের জটিলতা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নতুনত্ব ও নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে ক্রমবিবর্তন, সংস্কার ও উন্নয়ন চলছে এবং চলবে। হিসাববিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার হিসাবরক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ এবং প্রস্তুত ও উপস্থাপনে এনে দিয়েছে নতুন মাত্রা। এভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ও চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্রমশ হিসাববিজ্ঞানের বিকাশ ঘটতেই থাকবে।

সারসংক্ষেপ:

সূচনা হতে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে হিসাববিজ্ঞান বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। এ পর্যায় কালকে আমরা চারভাগে ভাগ করতে পারি। যথা: উন্নয়ন কাল, প্রাক বিশ্লেষণ কাল, বিশ্লেষণ কাল এবং আধুনিক কাল।

পাঠ-১.৪ হিসাববিজ্ঞান তথ্য
Accounting Information

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞান তথ্য কী তা বোঝতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের বিভিন্ন উৎসগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী পক্ষসমূহের সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞান তথ্য
Accounting information

সাধারণত তথ্য হলো আমাদের চারপাশের কোনো একটি বিষয়বস্তু, যা আমাদেরকে নতুন কিছু করতে, নতুন কিছু শিখতে, নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করে। যেমন: উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য, আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য, শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া বিভিন্ন আর্থিক ঘটনাবলি, যেগুলোকে অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায়, যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, যা কমপক্ষে ২টি পক্ষকে প্রভাবিত করে, সে সমস্ত ঘটনাগুলোকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আমরা যে ফলাফল পাই, সে ফলাফলকে হিসাববিজ্ঞান তথ্য বলা হয়। যেমন: একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ৫০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করল, এই ৫০,০০০ টাকার বিক্রিত পণ্যের, উৎপাদন ব্যয় অথবা বিক্রয় ব্যয় ৪০,০০০ টাকা। এখানে মোট মুনাফা ১০,০০০ টাকা। আবার, এই ৫০,০০০ টাকার বিক্রিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় অথবা বিক্রয় ব্যয় যদি ৬০,০০০ টাকা হয়, তাহলে মোট ক্ষতি ১০,০০০ টাকা। আবার মনে করুন, একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ১,০০,০০০ টাকার চলতি সম্পদ রয়েছে, যার বিপরীতে চলতি দায় ৫০,০০০ টাকা। এখানে, চলতি অনুপাত ২:১। এছাড়াও ধরুন, কোনো একটি প্রতিষ্ঠান ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১০% মুনাফা অর্জন করল। এখন, এ মুনাফা ১০,০০০ টাকা অথবা ক্ষতি ১০,০০০ টাকা, চলতি অনুপাত ২:১, মুনাফা অর্জন ক্ষমতা ১০%, ইত্যাদি হলো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাববিজ্ঞান তথ্য।

হিসাববিজ্ঞান তথ্যের উৎস
Sources of accounting information

লেনদেন হাতে কলমে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হোক কিংবা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা কম্পিউটারের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হোক, লেনদেন সংঘটিত হওয়ার দলিলপত্রসমূহ ভিত্তি হিসেবে অবশ্যই থাকতে হবে, যা হিসাববিজ্ঞানের তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করে। নিম্নে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন থেকে সৃষ্ট তথ্যের প্রধান উৎসগুলোর নাম দেওয়া হলো: প্রাপ্ত রসিদপত্র (Receipt Voucher), প্রাপ্ত নগদের রশিদ/পরিপত্র (Counterfoil of Cash Receipt), নগদ মেমো (Cash Memo), নগদ প্রমাণপত্র (Cash Voucher), প্রদত্ত পরিশোধপত্র (Payment Voucher), চেকের পরিপূরক অংশ (Counterfoil of Cheque), ক্রয় চালান (Purchase Invoice), বিক্রয় চালান (Sales Invoice), দেনা চিঠি (Debit Note), পাওনা চিঠি (Credit Note)।

হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য

Qualitative characteristics of accounting information

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নিকট হিসাববিজ্ঞান তথ্যকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকতে হয় :

১. **প্রাসংগিকতা (Relevance) :** হিসাব তথ্য যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, সে উদ্দেশ্যের সঙ্গে তথ্যের সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। হিসাব তথ্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বলে ব্যবসায়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাজকর্মের সাথে এর সংগতি অবশ্যই থাকা উচিত।

২. **সময়োপযোগিতা (Timeliness) :** যে কোনো তথ্য যথাসময়ে উপস্থাপন করা বাঞ্চনীয়। হিসাব প্রদত্ত তথ্য যদি সময়মত ব্যবহারকারীর কাছে না পৌঁছায়, তাহলে তা বিশেষ কোনো কাজে আসে না। কাজেই তথ্য যথাসময়ে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে কিনা তা অবশ্যই দেখা উচিত।

৩. **বিশ্বাসযোগ্যতা (Reliability) :** হিসাব প্রদত্ত তথ্য অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য ও নিরপেক্ষ হতে হবে। তাই তথ্য যেসব দলিলপত্র হতে নেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে। এ সব তথ্য নির্ভুল, বিশ্বস্ত ও পক্ষপাতহীন হওয়া একান্তই বাঞ্জনীয়।

৪. **সামঞ্জস্যতা (Consistency) :** হিসাব প্রদত্ত তথ্য বিভিন্ন হিসাবকালের মধ্যে তুলনীয় হতে হবে। অন্যথায় এসব তথ্য ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয় না।

৫. **নিরপেক্ষতা (Neutrality) :** FASB এর মতে "তথ্যের মধ্যে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে, কোনো বিশেষ পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে এ ধরনের কোনো খবরাখবর না থাকলে সেটাই নিরপেক্ষতা"। এ সব তথ্য বিভিন্ন পেশাদার মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে, তাই এসব তথ্যের নিরপেক্ষতা একান্ত দরকার।

৬. **তথ্য প্রকাশের খরচ ও উপকারিতা বিবেচনা (Cost benefit consideration) :** হিসাব তথ্য প্রকাশের সময় তা প্রকাশের খরচ ও উপকারিতার মধ্যে সামঞ্জস্যতা আছে কিনা তা বিবেচনা করা উচিত।

৭. **বস্তুনিষ্ঠতা (Materiality) :** হিসাব তথ্য প্রকাশের সময় প্রত্যেক তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা আছে কিনা তা যাচাই করে দেখা উচিত।

হিসাববিজ্ঞান প্রদত্ত তথ্য ব্যবহারকারী

Users of accounting information

প্রতিটি হিসাবকাল শেষে ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান, সম্পত্তি ও দায়ের অবস্থান, নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement) ইত্যাদি আর্থিক বিবরণী (Financial Statement) আকারে প্রকাশ করা হয়। এ আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশিত তথ্য বিভিন্ন জনসমষ্টি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে। ব্যবহারকারীগণকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা : অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী (Internal users) এবং বাহ্যিক ব্যবহারকারী (External users)। ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন মহল, যেমন: ব্যবস্থাপক বা পরিচালকবর্গ, মালিক বা স্বত্বাধিকারী, ব্যাংক বা বিভিন্ন আর্থিক সংগঠন, ঋণদাতা, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ের কর্মচারী সকলেই কারবার সম্পর্কে আগ্রহী থাকে। তারা কীভাবে কোম্পানির আর্থিক বিবরণী প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. **ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ :** ব্যবসায়ের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ, বাজেট প্রণয়ন, কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার ও অপচয় রোধ, মজুত মালের সীমা নির্ধারন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Credit control), ব্যবসা সম্প্রসারণ নীতি নির্ধারণ, কর্মচারীদের সুবিধা প্রদান, বিভিন্ন বিভাগের কাজ কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন, ইত্যাদি বহুমুখী কাজে হিসাব প্রদত্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করে থাকে।

২. **মালিক বা স্বত্বাধিকারীগণ :** ব্যবসায়ে লাভ এর পরিমাণ, মূলধন প্রত্যাবর্তনের ক্ষমতা, মূলধনের ঝুঁকি, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ সম্ভাবনা, কর্মচারীদের বেতন, ইত্যাদি জানার জন্য মালিক বা স্বত্বাধিকারীগণ হিসাব তথ্য ব্যবহার করে।

৩. **সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ :** সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ হিসাব প্রদত্ত তথ্য হতে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, লাভের পরিমাণ, ব্যাংকের সুদের হারের সাথে কোম্পানির লভ্যাংশের তুলনা, লাভের গতি প্রকৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

৪. **কর নির্ধারণী সংস্থা :** সংশ্লিষ্ট হিসাব কালের করযোগ্য আয় ও করের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য হিসাব প্রদত্ত তথ্যকে মৌলিক তথ্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

৫. **সম্ভাব্য ঋণদানকারী সংস্থা :** কোম্পানি কোনো ঋণদানকারী সংস্থার কাছে ঋণের জন্য দরখাস্ত করলে উক্ত সংস্থা কোম্পানির হিসাব প্রদত্ত তথ্যকে ঋণদানের ক্ষেত্রে মূল্যবান তথ্য বলে গণ্য করে। হিসাব তথ্য হতে কোম্পানির ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা, ঋণের প্রয়োজনীয়তা, ঋণ পরিশোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ইত্যাদি নির্ধারণ করে।

৬. **বর্তমান ও সম্ভাব্য পাওনাদারগণ :** হিসাব প্রদত্ত তথ্য হতে বর্তমান ও সম্ভাব্য পাওনাদারগণ কোম্পানির দেনা পরিশোধের ক্ষমতা কতটুকু তা নির্ধারণ করে এবং অদূর ভবিষ্যতে কোম্পানির কাছে মালামাল বিক্রয় করা উচিত হবে কিনা তা অনুমান করে।

৭. **বর্তমান ও সম্ভাব্য দেনাদারগণ :** কোম্পানির বর্তমান আর্থিক অবস্থায় কতদিন দেনা রাখা যাবে, কোম্পানি কতদিন দেনা অনাদায়ী রাখতে পারবে, তা নির্ধারণে হিসাব প্রদত্ত তথ্য সাহায্য করে।

৮. **শ্রমিক ও কর্মচারী সংঘসমূহ :** কোম্পানির আর্থিক অবস্থা বিবেচনা ও লভ্যাংশে কর্মচারীদের শেয়ার বা বোনাস ইত্যাদির দাবিদাওয়া পেশ করতে হিসাব প্রদত্ত তথ্য, সংঘসমূহের শ্রমিক নেতাদের সাহায্য করে।

৯. **বণিক সমিতিসমূহ :** বণিক সমিতিসমূহ দেশে বিরাজমান বাণিজ্যের সার্বিক অবস্থা অবহিত হবার জন্য এবং সমিতির সদস্যদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হিসাববিজ্ঞান প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে।

১০. **দ্রব্যমূল্য নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ :** মূল্য নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে হিসাব প্রদত্ত তথ্যকে ব্যবহার করে এবং কোম্পানির দ্রব্যমূল্য বিধির চাহিদা বিশ্লেষণ করে।

১১. **সরকার :** সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ ঠিকমত সরকারি তহবিলে জমা দিচ্ছে কিনা তা যাচাই করবার জন্য হিসাব প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে। এ ছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জানার জন্য হিসাববিজ্ঞান তথ্য ব্যবহৃত হয়।

১২. **জনসাধারণ :** ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং অদক্ষ পরিচালনার জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা বা সুদক্ষ পরিচালনার জন্য অদূর ভবিষ্যতে দ্রব্যমূল্য কমার সম্ভাবনা আছে কিনা, ইত্যাদি বিশ্লেষণ হিসাব প্রদত্ত তথ্য সাহায্য করে।

সারসংক্ষেপ:

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া বিভিন্ন আর্থিক ঘটনাবলি অর্থাৎ যেগুলোকে অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায়, যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, যা কমপক্ষে ২টি পক্ষকে প্রভাবিত করে, সে সমস্ত ঘটনাগুলোকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আমরা যে ফলাফল পাই, সে ফলাফলকে হিসাববিজ্ঞান তথ্য বলা হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নিকট হিসাববিজ্ঞান তথ্যকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। যথা: তথ্যের প্রাসংগিকতা, সময়োপযোগিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সামঞ্জস্যতা, নিরপেক্ষতা, তথ্য প্রকাশের খরচ ও উপকারিতা বিবেচনা এবং বস্তুনিষ্ঠতা। হিসাববিজ্ঞান তথ্য ব্যবহারকারীগণকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা: অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী এবং বাহিরের ব্যবহারকারী। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন: তারল্যতা, স্বচ্ছলতা ও মুনাফা অর্জন ক্ষমতা যাচাই করার জন্যেই উক্ত পক্ষসমূহ হিসাববিজ্ঞান তথ্য ব্যবহার করে থাকেন।

পাঠ-১.৫ সর্বজনস্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা, ধারণা ও প্রথা

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), Concepts and Conventions

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা, ধারণা ও প্রথা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সর্বজনস্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)

হিসাববিজ্ঞান পেশা পরিচালনার ক্ষেত্রে সমরূপতা আনয়নের জন্য যে সকল নিয়ম, নীতি বা মান তৈরি করা হয়েছে তাকে সর্বজনস্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা (Generally Accepted Accounting Principles) বা GAAP বলে। অর্থাৎ আর্থিক বিবরনীসমূহ যেমন: আয় বিবরণী, উদ্বর্তপত্র, নগদ প্রবাহ বিবরণী ইত্যাদি সঠিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য হিসাববিজ্ঞান পেশা কতগুলো স্বতঃসিদ্ধ মান ও নিয়ম তৈরি করেছে, এগুলোকে সম্মিলিতভাবে সর্বজনস্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা (Generally Accepted Accounting Principles- GAAP) বলে। 'সর্বজনস্বীকৃত' কথাটির মানেই হলো এ নীতিগুলোর পিছনে অবশ্যই "নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষীয় সমর্থন" রয়েছে। এই সমর্থন সাধারণত আসে ঃ International Accounting Standard Board (IASB), Financial Accounting Standards Board (FASB), American Accounting Association (AAA) এবং Securities and Exchange Commission (SEC) থেকে। হিসাববিজ্ঞানের কতিপয় নিয়মকানুন মেনেই সারা পৃথিবীর হিসাববিদগণ তাদের হিসাবপত্র সংরক্ষণ করেন এবং চূড়ান্ত ফলাফল বিভিন্ন ব্যবহারকারীর নিকট উপস্থাপন করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় একই পদ্ধতিতে ও ছকে আর্থিক বিবরণীসমূহ উপস্থাপন ও ব্যবহারকারীদের জন্য তা বোধগম্য করে তোলাই হলো এ নীতিমালার মূল লক্ষ্য।

AICPA এর মতে, "Generally Accepted Accounting Principles are those principles which have substantial authoritative support. "GAAP হলো ঐসব নীতিমালা যার পিছনে কর্তৃপক্ষীয় জোর সমর্থন রয়েছে।

হিসাববিজ্ঞানের নীতিগুলো আইনে বলা নেই, কিন্তু সবাই সমভাবে মেনে চলে। আবার এগুলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নীতির (যেমন রসায়নের 'পর্যায় সারণি') মত অপরিবর্তনীয় নয়। প্রায়শঃই এগুলো পরিবর্তিত ও সংশোধিত হচ্ছে; আবার নতুন নতুন সমস্যা সমাধানে নতুন নীতি তৈরির জন্য গবেষণাও হচ্ছে।

তাই বলা যায়, সর্বজনস্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা হলো এমন কতগুলি মৌলিক সত্য, যা হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সকল ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং IASB কর্তৃক গৃহীত।

হিসাববিজ্ঞানের ধারণা

Accounting concepts

হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণাগুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। হিসাববিজ্ঞানে হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুবিধার জন্য কতগুলো শব্দ, শব্দ সংক্ষেপ, পদ ও পদ সমষ্টি ব্যবহৃত হয়। এগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও স্বত:সিদ্ধ বিষয়াবলি যাকে কেন্দ্র করে হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করা হয়। ধারণাগুলো সুষ্ঠু হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক। সুতরাং ধারণা হলো এমন কতকগুলো সর্বজন স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ নিয়মকানুন যার সাহায্যে হিসাববিজ্ঞান কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

১. **সত্তা ধারণা (Entity concept) :** এই ধারণা অনুযায়ী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে এর মালিক থেকে আলাদা সত্তা বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ ব্যবসায় ও মালিক দুটি পৃথক সত্তার অধিকারী। ফলে মালিকদের আয়ব্যয় প্রতিষ্ঠানের এবং প্রতিষ্ঠানের আয়ব্যয় মালিকের আয়ব্যয় বলে ধরা হবে না। পৃথক সত্তা বলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পদের অধিকারী হতে পারে আবার দায়ও গ্রহণ করতে পারে। এই ব্যবসায় মালিককে পাওনাদার বিবেচনা করা হয় এবং মালিকদের সরবরাহকৃত অর্থ মূলধন হিসেবে দেখানো হয়। মূলধনের জন্য ব্যবসায়ের সম্পত্তি ও দায় উভয়ই সৃষ্টি হয়।
কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের এ পৃথক সত্তা আইন দ্বারা স্বীকৃত। যেমন- যৌথ মূলধনী ব্যবসায় কোম্পানি আইন দ্বারা গঠিত। এক মালিকানা ও অংশিদারী ব্যবসায় এ সত্তা আইন দ্বারা স্বীকৃত না হলেও বিশ্বব্যাপী প্রচলিত। ব্যবসায়ের সঠিক হিসাবপত্র রাখার জন্য এবং সঠিক লাভ-লোকসান নির্ণয়ের জন্য এ সত্তা খুবই প্রয়োজন। যেমন- মালিক যদি ব্যবসায় হতে টাকা নিয়ে পণ্য ক্রয় করে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, সেই ক্রয় ব্যবসায়ের ক্রয় বলে ধরা যাবে না।

২. **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা (Going concern concept) :** এই ধারণা অনুযায়ী ব্যবসায় একটি চলমান প্রতিষ্ঠান এবং তা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলবে। এ ধারণার আলোকে দীর্ঘমেয়াদি আয় ও ব্যয়কে যথাক্রমে দায় ও সম্পত্তি বিবেচনা করে উদ্বর্তপত্রে দেখানো হয় এবং স্বল্পমেয়াদি আয় ও ব্যয়কে যথাক্রমে মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় ধরে আয় বিবরণীতে দেখানো হয়। যেমন-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি কোনো যন্ত্রপাতি ক্রয় করে তা সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়, আবার যদি যন্ত্রপাতি মেরামত করে তাহলে তা খরচ হিসেবে গণ্য হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন চালু থাকবে এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ ধারণা সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠানের হিসাবনিকাশ করা যায়।)

৩. **হিসাবকাল ধারণা (Accounting period/ periodicity concept) :** ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে একটি চলমান সত্তা হিসাবে ধরা হয়। এই চলমান সত্তার অনির্দিষ্ট জীবনকাল শেষ হলে হিসাব নিকাশ করা হবে তা চিন্তা করা বাস্তবসম্মত নয়। কারণ নির্দিষ্ট সময় পরপর বিভিন্ন পক্ষ ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান ও আর্থিক অবস্থা জানতে আগ্রহী। তাই ব্যবসায়ের সমস্ত সময়কালকে ছোটো ছোটো কালে ভাগ করা হয়, যাকে হিসাবকাল বলে। এ হিসাবকালের লাভ-লোকসান ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা হিসাববিজ্ঞানের একটি রীতি যাকে হিসাবকাল ধারণা বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপাত্ত, কর প্রদান, শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান এবং ব্যবসার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পৃথক হিসাবকালে লাভ-লোকসান ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় প্রয়োজন। সাধারণত হিসাবকাল ১ বছর হয়। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ৬ মাস বা ৩ মাসও হতে পারে।

৪. **দ্বৈতসত্তা ধারণা (Dual aspect concept) :** এ ধারণা মতে প্রতিটি লেনদেনে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে। একপক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে অন্য পক্ষ সুবিধা প্রদান করে। যেমন-নগদ টাকায় মেশিন ক্রয় করলে, মেশিন আসে এবং নগদ অর্থ চলে যায়। প্রতিটি লেনদেন পূর্ণাঙ্গরূপে হিসাবভুক্ত করতে হলে অবশ্যই দ্বৈত দাখিলা হতে হবে। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির কাঠামো লেনদেনের এই দ্বৈতসত্তার ওপর নির্ভরশীল। হিসাব সমীকরণ (সম্পত্তি = মূলধন+দায়) এর ভিত্তিতেও রয়েছে এই দ্বৈত সত্তা।

৫. **অর্থ মূল্য ধারণা (Money measurement concept) :** সকল প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। লেনদেনের ফলে সম্পদ, দায়, ব্যয় ও আয়ের কি পরিবর্তন হয় তা প্রকাশের জন্য অর্থকে একক (unit) হিসেবে ধরা হয় এবং অর্থের পরিমাপে হিসাবভুক্ত করা হয়। যেমন- ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো, বিদ্যুৎ বিল দেওয়া হল ৫০০ টাকা, ১০,০০০ টাকায় পণ্য বিক্রয় করা হলো ইত্যাদি। এ সব লেনদেন অর্থ মূল্যে প্রকাশ করা না হলে হিসাববিজ্ঞানে তার কোন স্থান নেই। অর্থছাড়া অন্য কোনো একক এ পর্যন্ত মাপকিাঠি হিসেবে গৃহীত হয় নাই। তাই অর্থকেই একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৬. **ক্রয়মূল্য ধারণা (Cost concept) :** লেনদেন যে মূল্যে সংঘটিত হয় সেটিই ক্রয়মূল্য এবং ক্রয়মূল্যেই হিসাবভুক্ত করা হয়। যেমন-কোনো প্রতিষ্ঠান ১,০০,০০০ একটি মেশিন ক্রয় করল, এই ১,০০,০০০ টাকাই হলো মেশিনটির ক্রয় মূল্য এবং এই মূল্যেই হিসাবভুক্ত করা হবে, মেশিনটির বাজার মূল্য কম বা বেশি যাই হোক না কেন। বাজার মূল্য পরিবর্তনশীল, তাছাড়া আনুষঙ্গিক মূল্য হিসাবভুক্ত করলে হিসাবের গ্রহণ যোগ্যতা কমে যাবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

অনির্দিষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে চলমান থাকবে তাই প্রতিষ্ঠান সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করে না। যে কারণে বাজার মূল্যে সম্পত্তিটির দাম প্রদর্শন না করে ক্রয়মূল্যে প্রদর্শন করা হয়। ক্রয়মূল্য ধারণা হিসাবের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

৭. **আদায়করণ ধারণা (Realization concept) :** এ ধারণা অনুযায়ী আয় অর্জিত ও ব্যয় সংঘটিত হলে তবেই হিসাবভুক্ত হবে। লাভ-ক্ষতি নিরূপণের ক্ষেত্রে এ ধারণাটি বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রতিদানের বিনিময়ে লেনদেন হলে তখন একে মুনাফা সংক্রান্ত হিসাবে লেখা যায়। শুধু পণ্য তৈরি করা বা পণ্য সরবরাহের ফরমায়েশ গ্রহণ করলেই মূল্য আদায় হয়েছে বলে ধরা যাবে না। আদায়করণ ধারণা ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট সময়ান্তের প্রকৃত অর্জিত মুনাফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়ক।

৮. **মিলকরণ ধারণা (Matching concept) :** এ ধারণা হিসাবকাল ধারণার সাথে সম্পর্কিত। কোনো ব্যবসায় পরিচালনার উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট সময় পর পর অর্জিত মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা। নির্দিষ্ট হিসাবকালের প্রকৃত মুনাফা নির্ণয় করতে ঐ সময়ের অর্জিত মুনাফাজাতীয় আয়ের বিপরীতে মুনাফা জাতীয় ব্যয় মিল করতে হবে। অর্থাৎ কোনো হিসাবকালে অর্জিত মুনাফা জাতীয় আয়ের বিপরীতে ঐ আয় অর্জনে প্রয়োজনীয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় মিল করে অবশিষ্টাংশে মুনাফা বা ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ধারণা মতে কোনো হিসাবকালের প্রদত্ত খরচ থেকে অগ্রিম খরচ বাদ দিয়ে ও বকেয়া খরচ যোগ করে, প্রকৃত খরচ নির্ণয় করা হয় এবং একইভাবে প্রাপ্ত আয় হতে অগ্রিম আয় বাদ ও প্রাপ্য আয় যোগ করে প্রকৃত আয় নির্ণয় করা হয়।

৯. **বকেয়া ধারণা (Accrual concept) :** এ ধারণাটি নগদ ধারণার বিপরীত। নগদ ধারণায় শুধুমাত্র নগদ লেনদেনগুলো হিসাবভুক্ত হয়। আর বকেয়া ধারণায় নগদ ও বাকি সমস্ত লেনদেনসমূহই হিসাবভুক্ত হবে। অর্থাৎ কোনো আয় অর্জিত হয়েছে কিন্তু নগদে পাওয়া যায়নি এবং কোনো ব্যয় সংঘটিত হয়েছে কিন্তু পরিশোধ করা হয়নি তাও হিসাবভুক্ত হবে।

হিসাববিজ্ঞানের প্রথা

Accounting Conventions

সাধারণভাবে প্রচলিত রীতিনীতি যা হিসাব বিররণী প্রস্তুতকালে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানীদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সমাধান করার জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যেসব রীতি ও আচরণ বিধি মেনে চলা হয়, তাকে হিসাববিজ্ঞান প্রথা বা নীতি বলে। যেমন:

১. **রক্ষণশীলতার নীতি (Conservatism principle) :** ব্যবসায় জগতে সম্ভাব্য লোকসানের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করাকে রক্ষণশীলতা বলে। এ নীতির মূল কথা হলো লাভ হবার সম্ভাবনা ১০০% ভাগ হলেও লাভ না হওয়া পর্যন্ত হিসাবভুক্ত করা চলবে না, কিন্তু লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা হিসাবে দেখাতে হবে। হিসাববিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে, তাই ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতে সকল প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে, কোন অলীক বা রঙিন চিত্র আঁকা চলবে না। এ নীতি অনুযায়ী মজুতপণ্যের ক্রয় মূল্য ও বাজার মূল্য এ দুটির যেটি কম সেই মূল্যে হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয়।

২. **সামঞ্জস্যতা নীতি (Consistency principle) :** এ নীতি অনুসারে হিসাব কার্যক্রমে একবার যে নিয়ম ও রীতি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা প্রতিটি হিসাবকালে যুক্তিসঙ্গত সংখ্যক বছর পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। এর কোনো ব্যতিক্রম হলেই বিভিন্ন বছরের ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না এবং তুলনাও করা যাবে না। বিভিন্ন বছরে একই ধরনের নিয়ম পদ্ধতি ব্যবহার করলে হিসাবের নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্লেষণ ও তুলনা সহজ হয়। যেমন- স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় নির্ণয়ে যদি সরল রৈখিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রতিবছর এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। যদি পদ্ধতির পরিবর্তন করে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন হয় তাহলে করা যাবে। সে ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণ ও তার ফলাফল আলাদাভাবে দেখাতে হবে। এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয়ও করতে হবে।

৩. **প্রকাশকরণ নীতি (Disclosure Principle) :** এ নীতি অনুযায়ী হিসাবরক্ষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিটি হিসাব বিররণী এবং প্রতিবেদন কেবলমাত্র সত্য নির্ভর হলেই চলবে না। ব্যবসায় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যেন ঐসব হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত বা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্যের জন্য কোনো একটি ব্যবসায় সম্পর্কে যা কিছু অপরের জানা প্রয়োজন, যা কিছু অপরের জানা উচিত তার সবই হিসাবরক্ষকরা প্রস্তুতকৃত হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন এবং সেই সাথে লক্ষ রাখবেন সমস্ত তথ্য যেন সত্য হয়।

৪. বস্তুনিষ্ঠতা বা প্রাসঙ্গিকতা নীতি (Materiality Principle) : ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য হিসাবভুক্ত করার সময় এসব তথ্য হিসাববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কতটুকু বস্তুনিষ্ঠ বা প্রাসঙ্গিক তা যাচাই করে দেখতে হবে। এ নীতি অনুসারে কোনো তথ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার বা দৃষ্টি গোচর করার আগে বিচার করে দেখতে হবে যে, সেটা তথ্য প্রকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থ মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোপরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা প্রাসঙ্গিক। এ ৪টি বিষয়ের কোনো একটিতে যদি কোনো তথ্য প্রাসঙ্গিক মনে হয় তবে তা প্রকাশ করতে হবে। যেমন: কম মূল্যমানের স্টেশনারি দ্রব্যের সেবা একাধিক বৎসর ধরে পাওয়া গেলো তা সম্পত্তি হিসেবে গণ্য না করে, খরচ হিসেবে গণ্য করতে হয়।

সারসংক্ষেপ:

সর্বজনস্বীকৃত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা হলো এমন কতগুলি মৌলিক সত্য যা হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সকল ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয় এবং যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং FASB কর্তৃক গৃহীত।

পাঠ-১.৬ মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা
Role of Accounting in Developing Values & Responsibilities

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা
Role of accounting in developing values

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তিশৃঙ্খলা উন্নতির জন্য ভালোকে গ্রহণ বা অনুসরণ এবং মন্দকে বর্জন বা পরিহার করে চলার নীতিকে মূল্যবোধ বলা হয়। ব্যবসায় কার্যক্রম মানব কল্যাণের জন্য পরিচালনা করার মাধ্যমে ব্যক্তি কল্যাণ সাধন করা ব্যবসায়িক মূল্যবোধ। আর্থিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য মূল্যবোধ চর্চার প্রয়োজন অপরিহার্য। হিসাববিজ্ঞানের রীতিনীতি, পদ্ধতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কলাকৌশলের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে মানবিক অনুভূতি, সততা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে হিসাববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা নিম্নরূপ:

১. **ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলায় প্রেরণা :** সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও আর্থিক কর্মকাণ্ডের হিসাবনিকাশ করা একটি মানুষের ধর্মীয় কর্তব্য। হিসাবনিকাশে স্বচ্ছ কলাকৌশল ও রীতিনীতির মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান মানুষকে এরূপ কর্তব্য পালনে উৎসাহ দেয়।

২. **চরিত্র গঠনে প্রভাব :** তারিখ অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ ও ফলাফল নির্ণয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান মানুষকে হিসাব সচেতন করে তোলে। সেই সাথে নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা ও রক্ষণশীলতার মতো অমূল্য চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সাহায্য করে।

৩. **মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হতে উৎসাহ প্রদান :** মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস মানুষের জন্য স্বচ্ছলতা আনে। হিসাববিজ্ঞান হিসাব সচেতন করার মাধ্যমে মানুষকে মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হওয়ার উৎসাহ দেয়।

৪. **আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ানো :** হিসাববিজ্ঞানের কলাকৌশল মানুষকে হিসাব সচেতন করে তোলে। আর হিসাব সচেতন মানুষ আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীল হয়, যা মানুষকে উন্নয়নমুখী হতে প্রেরণা যোগায়।

৫. **ঋণ পরিশোধে সচেতনতা বৃদ্ধি :** হিসাববিজ্ঞান ঋণ গ্রহণের ও পরিশোধের ক্ষমতা বিবেচনা ও যাচাই করতে সাহায্য করে। ঋণ গ্রহীতা ঋণখেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা অনুভব করে, যা পরোক্ষভাবে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

৬. **কালোবাজারি ও মজুতদারী নিরুৎসাহীত করণ :** কালোবাজারে পণ্য ক্রয়বিক্রয় ও পণ্য মজুদের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অর্জিত মুনাফার হিসাবনিকাশ হিসাববিজ্ঞানের মূলনীতি বিরোধী বিধায় হিসাববিজ্ঞান পরোক্ষভাবে মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৭. **দুর্নীতি ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন ও প্রতিরোধ :** সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণ করলে নিরীক্ষার মাধ্যমে দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অন্যদিকে শাস্তি ও দুর্নামের ভয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনিয়ম বা জালিয়াতি থেকে বিরত থাকে, যা মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।

৮. **ক্ষতিকর পণ্য নিরুৎসাহিত করণ :** মদ, গাঁজা, আফিম, হেরোইন ও অন্যান্য ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় ধর্মীয়, আইনগত ও সামাজিকভাবে সমর্থিত নয়। হিসাববিজ্ঞান প্রচলিত আইন মেনে হিসাব তৈরি ও প্রকাশ করে বিধায় ঐ সমস্ত স্বার্থের হিসাব নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা

Role of accounting in developing seuse of responsibilities

একজনের কর্মকাণ্ডের জন্য অন্যের নিকট দায়বদ্ধতা প্রকাশ করাকে জবাবদিহিতা বলা হয়। সমাজবদ্ধ মানুষের কৃতকর্মের ফলাফলের জন্য প্রত্যেককে পরোক্ষভাবে ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহিতা করতে হয়। জবাবদিহিতা না থাকলে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালায় আর্থিক কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতার উত্তম ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে কিনা হিসাব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সার্বিকভাবে নিরূপণ করা যায়, ফলে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের জবাবদিহিতা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কতিপয় দিক বর্ণিত হলো:

১. **ব্যয়ের জবাবদিহিতা :** মান ব্যয় ও বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রয়োগ করে ব্যয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। মান ব্যয় কৌশলে নির্দিষ্ট কর্মসূচির জন্য মান ব্যয় নির্ধারিত হয়। প্রকৃত ব্যয় তার চেয়ে বেশি হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারী জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়। আর বাজেটিয় নিয়ন্ত্রণ কৌশলে বছরের শুরুতে বাজেট প্রণয়ন করে বিভিন্ন বিভাগ বা ইউনিটকে বরাদ্দ জানিয়ে দেওয়া হয়। বাজেটের বেশি বা কম ব্যয় করার জন্য জবাবদিহি করতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক ইউনিট পণ্য উৎপাদনের জন্য মান ব্যয় ২০ টাকা, যদি প্রকৃত ব্যয় ২৫ টাকা হয় তাহলে কৈফিয়ত তলব করা হবে এবং ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে অথবা একজন ম্যানেজারের জন্য বছরে আপ্যায়ন খরচ বাবদ ৩৬,০০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হলো। প্রকৃত খরচ যদি ৫০,০০০ টাকা হয় তাহলে অতিরিক্ত ১৪,০০০ টাকার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

২. **কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা :** দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞান (Responsibility Accounting) কৌশল ব্যবহার করে কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। আধুনিককালে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিবিধ কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা তা বিচার বিশ্লেষণে ও মূল্যায়নের জন্য দায়িত্ব হিসাববিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে, যার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে হিসাব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জবাবদিহিতা চিহ্নিত করা এবং স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে সচেতনতা, সততা ও নিয়মানুবর্তিতার ভাবধারা জাগ্রত করে অধিকতর তৎপরতা ও দক্ষতার সাথে কর্মসম্পাদনে অনুপ্রাণিত করা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, একজন বিক্রয় ব্যবস্থাপককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জানুয়ারি মাসে ১০,০০০ একক বিক্রয় করতে হবে। যদি তিনি ৮,০০০ একক বিক্রয় করেন তাহলে তাঁকে ব্যাখ্যা দিতে হবে কেন ২,০০০ একক কম বিক্রয় হয়েছে। ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে প্রয়োজনীয় সংশোধনীমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে।

সারসংক্ষেপ:

হিসাববিজ্ঞানের রীতিনীতি, পদ্ধতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কলাকৌশলের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে মানবিক অনুভূতি, সততা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে হিসাববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠ-১.৭ হিসাববিজ্ঞানের শাখাসমূহ ও সীমাবদ্ধতা
Branches and Limitations of Accounting

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের শাখাসমূহ
Branches of accounting

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ধরন ও আয়তনের পরিবর্তন হচ্ছে। ব্যবসার জটিলতা বাড়ছে এবং সে সাথে বাড়ছে প্রযুক্তির ব্যবহার। তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। তাই হিসাববিজ্ঞানের পরিধিও ব্যাপকতর হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে হিসাববিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখার উদ্ভব ঘটেছে। নিম্নে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. **আর্থিক হিসাববিজ্ঞান (Financial Accounting) :** কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধ করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ। এ উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন আর্থিক বিবরণী, প্রতিবেদন ও বিবৃতি প্রস্তুত করে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে সরবরাহ করে।

২. **ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান (Management Accounting) :** প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনে তথ্য সরবরাহ করা হিসাববিজ্ঞানের এ শাখার কাজ।

৩. **নিরীক্ষাশাস্ত্র (Auditing) :** আর্থিক লেনদেনসমূহ লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রস্তুতকরণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে ভুল ও জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন করা ও প্রতিরোধ করা হিসাবিজ্ঞানের এ শাখার কাজ। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সনদপ্রাপ্ত পেশাদার অ্যাকাউন্ট্যান্ট স্বাধীনভাবে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করেন।

৪. **উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান (Cost Accounting) :** উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বা সেবার উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ।

৫. **কর হিসাববিজ্ঞান (Tax Accounting) :** প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় পর আয়কর ও অন্যান্য কর নির্ধারণ ও বিভিন্ন লেনদেনের ওপর করের প্রভাব সম্পর্কে ব্যবস্থাপনাকে অবহিত করা, কর হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ।

৬. **সরকারি ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাববিজ্ঞান (Accounting for Government and Non-trading Concern) :** এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক। মুনাফা অর্জন এগুলোর উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো সেবা প্রদান করা। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লেনদেনসমূহ লিবিপদ্ধ করে হিসাববিবরণী প্রস্তুত করাই হিসাববিজ্ঞানের এ শাখার কাজ।

৭. **সামাজিক হিসাববিজ্ঞান (Social Accounting) :** হিসাববিজ্ঞানের একটি নতুন চিন্তাধারার নাম সামাজিক হিসাববিজ্ঞান। সামাজিক কর্মকাণ্ডের আয় ও ব্যয় নির্ণয় এ হিসাববিজ্ঞানের কাজ। যেমন : সরকার একটি রাস্তা তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করলো, এ পদক্ষেপের ব্যয় কত এবং এর দ্বারা কত মানুষ উপকৃত হলো ও তার মূল্য নির্ধারণ সামাজিক হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

Limitations of accounting

বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, ছোটো বড় ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে যে পদ্ধতির হিসাব ব্যবস্থা চালু আছে তা পুরোপুরি যথাযথ নয়। অর্থাৎ হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এর কতিপয় সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **দুতরফা পদ্ধতি প্রয়োগের অভাব :** দুতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি একটি বিজ্ঞানসম্মত ও সার্বজনীন হিসাব ব্যবস্থারূপে গণ্য হয়েছে। তথাপিও আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছোটোখাটো বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এখনো দুতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি পুরাপুরি অনুসৃত হয় না। ফলে হিসাববিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতাও দিন দিন নষ্ট হচ্ছে।

২. **ডুপ্লিকেট হিসাব রক্ষণ :** অনেক প্রতিষ্ঠান আয়কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং লোক দেখানোর জন্য দুই ধরনের হিসাব তৈরি করেন। এক ধরনের ভুয়া হিসাব তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠান অনেক সময় নগদ আদানপ্রদান, ক্রয়বিক্রয়, দেনা-পাওনার পরিমাণ ইত্যাদি ভুলভাবে উপস্থাপন করে।

৩. **মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা লিপিবদ্ধকরণ সমস্যা :** মুদ্রাস্ফীতি অথবা মুদ্রা সংকোচনের ফলে উদ্বর্তপত্রে বিভিন্ন সম্পদ এবং দেনার দফাগুলোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যায় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞান প্রকৃত আর্থিক অবস্থা পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়।

৪. **স্থায়ী সম্পত্তি প্রতিস্থাপনে সমস্যা :** হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা অনুসারে সম্পদের অতীত মূল্যের ওপর একটি নির্দিষ্ট শতকরা হারে অবচয় ধার্য করতে হয়। সম্পদের কার্যকাল শেষে অবচয় হিসাবে রক্ষিত টাকা দিয়ে নতুন সম্পদ ক্রয় করা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সম্পত্তিটি প্রতিস্থাপন করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা অবচয় হিসাবে সংরক্ষিত হয়নি; কারণ ইতোমধ্যে সম্পত্তিটির বাজার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে হিসাববিজ্ঞান ব্যর্থ বলে বিবেচিত হয়।

৫. **পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিধিবিধানের ভিন্নতা :** পৃথিবীর সকল দেশে আইনকানুন, বিধিবিধান, পেশাগত মানের ধরন ইত্যাদি একরূপ নয়। যেমন: কোনো দেশের আয়কর আইনে যে পরিমাণ আয়কর প্রদর্শিত হয়, অপর একটি দেশে সমপরিমাণ আয়ের জন্য সমপরিমাণ আয়কর প্রদর্শিত হয় না। বিধিবিধানের এরূপ বিভিন্নতার জন্য হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমেও বিভিন্ন ধরনের ফলাফল পাওয়া যায়। তবে এরূপ ভিন্নতা সমন্বয়ের মাধ্যমে সমরূপতা আনয়ন করা হলেও তা একটি দুরূহ কার্য। সেহেতু আপাতদৃষ্টিতে এরূপ বিভিন্নতাকে কেউ কেউ হিসাববিজ্ঞানের একটি ব্যর্থতা মনে করেন।

৬. **অগ্রিম অর্থ সমন্বয়ের সমস্যা :** একটি আর্থিক হিসাবকাল শেষে প্রতিষ্ঠানের সকল অগ্রিম প্রাপ্তি অথবা অগ্রিম প্রদানের সঠিক সমন্বয় করা সম্ভব হয় না, ফলে হিসাববিজ্ঞানে সঠিক চিত্র ফুটে উঠে না।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলো থাকা সত্ত্বেও আধুনিক বিশ্বের সব দেশে হিসাববিজ্ঞান একটি সর্বজন স্বীকৃত হিসাব মাধ্যমরূপে স্বীকৃত হয়েছে। তবে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন নিয়মকানুনগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা আমাদের সকলের উচিত।

সারসংক্ষেপ:

তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সাথে সাথে হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনের তাগিদে হিসাববিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখার উদ্ভব ঘটেছে। বিভিন্ন শাখায় হিসাববিজ্ঞানের নানাবিধ সুবিধার পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন: দুতরফা পদ্ধতি প্রয়োগের অভাব, মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা লিপিবদ্ধকরণ সমস্যা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিধিবিধানের ভিন্নতা ইত্যাদি।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিন। "হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসায়ের ভাষা বলা হয়"- উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। (Define Accounting. "Accounting is the language of business." Explain the statement.)

২. "হিসাববিজ্ঞান একটি প্রক্রিয়া যা লেনদেন সনাক্তকরণ, লিপিবদ্ধকরণ এবং প্রাপ্ত ফলাফল জ্ঞাপন করে"- উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। ("Accounting is the process of identifying, recording and communicating the results." Explain the statement)

৩. সংক্ষেপে হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলিগুলো বর্ণনা করুন। (State briefly the functions of Accounting.)

৪. হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। (Discuss the necessities of Accounting.)

৫. হিসাববিজ্ঞানের পরিধি ও শাখাসমূহ বর্ণনা করুন। (Describe the scope and branches of Accounting.)

৬. হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাগুলো বর্ণনা করুন । (Narrate the limitations of Accounting.)

৭. হিসাববিজ্ঞান তথ্য কী? তথ্যের উৎসগুলো কী কী? ((What is accounting information? What are the sources of accounting Information.)

৮. হিসাববিজ্ঞান তথ্যের আবশ্যকীয় গুণাবলিসমূহ কী কী? (What are the essential characteristics of accounting information.)

৯. হিসাববিজ্ঞানের তথ্য কারা ব্যবহার করেন এবং কেন ব্যবহার করেন? আলোচনা করুন। (Who are the users of accounting information and why do they use these information? Discuss.)

১০. মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা কি? (What are the role of Accounting in developing values and responsibilities?)

এ ইউনিটের মূখ্য শব্দসমূহ:

মূখ্য শব্দ	লেনদেন চিহ্নিতকরণ, লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ, আর্থিক ফলাফল বিশ্লেষণ, হিসাববিজ্ঞান তথ্য, হিসাববিজ্ঞানের ধারণা ও প্রথা, মূল্যবোধ, জবাবদিহিতা, আর্থিক হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনীয় হিসাববিজ্ঞান, উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান।